

কলকাতা উচ্চ আদালত
(ফৌজদারি সংশোধনমূলক এখতিয়ার)
আপিল বিভাগ

উপস্থিত:

বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে

২০১৫ সালের সি. আর. আর. ৭৩৫

অনিল কুমার ব্যানার্জি

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরেকজন

আবেদনকারীর জন্য

: শ্রী সন্দিপন গাঙ্গুলি, আইনজীবী

: শ্রী দেবপ্রতিম গুহ, আইনজীবী

: শ্রীমতি অঞ্জিতা সরকার, আইনজীবী

কে. এম. সি-এর জন্য

: গৌতম দিন্দা, আইনজীবী

শ্রী এ. এস. চ্যাটার্জি, আইনজীবী

রাজ্যের জন্য

: শ্রী নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়াল, আইনজীবী

শ্রী প্যাট্রিক বোস, আইনজীবী

শুনানি

: ২০.০৬.২০২৩, ২০.০৭.২০২৩, ১৭.০৮.২০২৩

২৫.০৮.২০২৩, ০৪.০৯.২০২৩, ২২.০৯.২০২৩

রায়

: ১৭ অক্টোবর, ২০২৩

বিচারপতি, বিভাস রঞ্জন দে -

১. কলকাতা পৌর কর্পোরেশন আইনের (সংক্ষেপে কে.এম.সি.) ধারা ৪০১এ এর অধীনে পার্ক স্ট্রিট থানা মামলা নং ৫৮৪ থেকে উদ্ধৃত, কলকাতার বিত্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরের প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ২৫.০৯.২০১৪ তারিখের চার্জশিট নং ২৬৩/১৪ বিচারাধীন থাকায়, মামলার কার্যক্রম বাতিলের জন্য এই পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

২. বিপরীত পক্ষ নং ২, সমীর বরণ দাস, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), বিল্ডিং কে.এম.সি., বরো-৭ আব্দুল রাজ্জাক, অনিল ব্যানার্জী (আবেদনকারী) এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করেন, যেখানে অভিযোগ করা হয় যে, কলকাতা ৭০০০১৬, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড, ৪০/১-এ অবস্থিত পাঁচতলা ভবনের (G+4) ছাদে উপরে উল্লিখিত অভিযুক্ত ব্যক্তির একটি অননুমোদিত নির্মাণ করেছেন।

৩. জি+৪ তলা ভবনের ছাদে অননুমোদিত নির্মাণ টিনের চালা এবং ইটের দেয়াল দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, যা মানুষের জীবন, জল সরবরাহ, নিষ্কাশন, পয়ঃনিষ্কাশন, সড়ক যানজটকে বিপন্ন করে তুলেছিল এবং উক্ত ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকিও তৈরি করার সম্ভাবনা ছিল

ভবনের প্রাপ্তি এবং উক্ত নির্মাণের আগে কে.এম.সি.-এর কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি যা কে.এম.সি. আইনের ধারা 401A লঙ্ঘন করে।

৪. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সন্দিপন গাঙ্গুলি বলেছেন যে আবেদনকারী একজন ডেভেলপার যিনি পাঁচতলা ভবন (জি + ৪) নির্মাণের জন্য কলকাতা ৭০০০১৬-এর রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের প্রাপ্তির মালিকের সাথে একটি চুক্তি করেছেন। তদনুসারে, আবেদনকারী উক্ত ভবনটি নির্মাণ করেছিলেন এবং চুক্তির শর্তে পারস্পরিকভাবে নির্ধারিত শেয়ার অনুযায়ী ফ্ল্যাটগুলি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। শ্রী গাঙ্গুলি আরও বলেছেন যে, ডেভেলপার এবং মালিক উভয়ই অভিযোগ দায়ের করার আগে দুটি পৃথক ব্যক্তির কাছে ৫০ শতাংশ পরিমাণে পরিবহনের দুটি দলিলের মাধ্যমে পুরো ছাদটি বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

৫. সঙ্গে বিদায় নেওয়ার আগে, শ্রী গাঙ্গুলি বলেছেন যে আবেদনকারী এবং উক্ত প্রাপ্তির মালিকের দ্বারা সম্পাদিত কোনও কাজে ছাদে কোনও নির্মাণের উল্লেখ নেই।

৬. কে. এম. সি.-র পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ উকিল, শ্রী গৌতম দিন্দা বলেছেন যে অভিযোগটি - এ দায়ের করা হয়েছিল। সাব দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রাপ্তির পরিদর্শনের প্রতিবেদনের ভিত্তি

কে. এম. সি-এর সাথে সংযুক্ত সহকারী প্রকৌশলী (গ)/ভবন যিনি ছাদের উপরে একটি অননুমোদিত নির্মাণ লক্ষ্য করেছেন।

৭. রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়ালা তদন্তের সময় সংগৃহীত উপকরণের উপর নির্ভর করেছেন এবং বলেছেন যে আবেদনকারীর পক্ষে উল্লিখিত ছাদের অধিকার সম্পর্কিত পরিবহণের দলিলগুলি রাজ্য গ্রাহক বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কর্তৃক গৃহীত আদেশ লঙ্ঘন করে কার্যকর করা হয়েছিল।

৮. রেকর্ডের পাশাপাশি কেস ডায়েরি থেকে জানা যায় যে অভিযোগটি তদন্ত করা হয়েছিল এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল। কেস ডায়েরি থেকে মনে হয় যে রাজ্য গ্রাহক বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন ০৬.০৬.২০১২-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে একটি আদেশ পাস করেছে এবং আদেশটিকে জাতীয় গ্রাহক বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সামনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যেখানে পক্ষগুলিকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে এবং ২২.১১.২০১২-এ কোনও তৃতীয় পক্ষের অধিকার তৈরি না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৯. এখানে আমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ লঙ্ঘনকারী কোনও কার্যকলাপের বিষয়ে আলোচনা করছি না। কমিশনের আদেশ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, পক্ষগুলি কমিশনের সামনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার স্বাধীনতা রাখে।

১০. এই ক্ষেত্রে, আমি কে. এম. সি আইনের ৪০১এ ধারার অর্থের মধ্যে অবৈধ নির্মাণের দায়বদ্ধতা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

১১. তদন্তের সময় আবেদনকারী এবং প্রাঙ্গণের মালিক কর্তৃক সম্পাদিত হস্তান্তর দলিল সংগ্রহ করা হয়েছিল, এতে কোনও বিতর্ক নেই। দলিলের তফসিলটি সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করলে আমার মনে হয় যে আবেদনকারী এবং প্রাঙ্গণের মালিক কর্তৃক সম্পূর্ণ ছাদের অধিকার ৫০% পর্যন্ত দুটি ভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। দলিলের তফসিলে কোনও কাঠামোর কথা উল্লেখ নেই। অতএব, আমি কোনওভাবেই কল্পনা করতে পারি না যে আবেদনকারী কোনও অননুমোদিত নির্মাণের সাথে জড়িত।

১২. এখন এটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে, অভিযোগটিতে করা অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণগুলি কোনও অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে না, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগ আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে সুরক্ষিত করার জন্য করা যেতে পারে।

১৩. এই মামলায় তদন্তের সময় সংগৃহীত দুটি দলিল স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে কোনও ধরনের নির্মাণ ছাড়াই সম্পূর্ণ ছাদের অধিকার আবেদনকারী কর্তৃক বিক্রি হয়ে গেছে। অতএব, আমার কোনও দ্বিধা নেই যে এই মামলার কার্যক্রম

চার্জশিট নম্বর সহ ২৬৩/১৪ তারিখ ২৫/০৯/২০১৪ শুধুমাত্র আবেদনকারীর ক্ষেত্রে বাতিল হতে পারে।

১৪. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের সাথে, পুনর্বিবেচনার আবেদনটি নং ২০১৫ সালের সি. আর. আর ৭৩৫ অনুমোদিত।

১৫. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৬. এই সংশোধন আবেদনের সকল পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার কপির উপর কাজ করবে।

১৭. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

[বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal